ডিজিটাল খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা

পরীক্ষামূলক উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনা

শুরু হলো ডিজিটাল খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের একটা বিশাল জনগোষ্ঠির জীবনধারণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। প্রায় সাত কোটি জনসংখ্যা নিয়ে একসময় বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতির দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে ১৬ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ হিসেবে স্বীকৃত। বীজ, সেচ, সার, কীটনাশক, মূলধন, প্রশিক্ষণ ও বাজার ব্যবস্থাপনাসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষকদের নানামুখী ভোগান্তির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সময় কৃষক মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে নায্য মূল্য থেকেও বঞ্চিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশে দর্শনের অন্যতম ভিত্তি হলো সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করে উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত করা। কৃষিখাতে বিদ্যমান সমস্যা দূর করতে কৃষিবান্ধব এ সরকার কৃষকদের জন্য বিনামূল্যেসার, বীজ সরবরাহ, ভর্তুকি প্রদান, কৃষকের জন্য ১০ টাকায় এ্যাকাউন্ট খোলা ইত্যাদি উদ্যোগ নিয়েছে। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি খাদ্যশস্য ক্রয় প্রক্রিয়াটি সনাতন হওয়ায় কৃষকরা এখনও প্রতারণার স্বীকার হয় এবং নায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

কৃষকদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি লাঘবের জন্য খাদ্যশস্য ক্রয় প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কারিগরি সহায়তায় অনলাইন-মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক 'ডিজিটাল 'খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা' পদ্ধতি চালু হলে একদিকে কৃষকরা যেমন তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন তেমনি সব ধরনের ভোগান্তি ও হয়রানি দূর হবে।

কৃষকের অ্যাপ

বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় থেকে হাতের মুঠোয় নিয়ে যাওয়া। সে লক্ষ্যে 'কৃষকের অ্যাপ' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ বানানো হয়েছে। স্মার্টফোনে ব্যবহারোপযোগী অ্যাপ্লিকেশন একজন কৃষক/ মিল মালিক খুব সহজেই নিম্নলিখিত সেবাগুলো পাবেন:

- ❑ কম সময়ে, কম খরচে এবং ন্যূনতম সংখ্যক ভিজিটে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশষ্য বিক্রয় করতে পারবেন;
- ❑ হয়রানি ও ভোগান্তি কমবে;
- ❑ অ্যাপ ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে নিবন্ধন, বিক্রয়ের আবেদন-অনুমোদন, বরাদ্দের আদেশ এবং WQSC সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যাবে;
- ❑ বর্তমান মৌসুম ও ধানের আদর্শ মান সংক্রান্ত তথ্য জানা
- ❑ বিক্রয়ের আবেদন করা ও আবেদনের অবস্থা যাচাই;
- ❑ হয়রানির সম্মুখীন হলে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা।

ডিজিটাল খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা কী

ডিজিটাল খাদ্যশষ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা হল একটি অনলাইন-মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক সুরক্ষিত প্লাটফর্ম। পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া এ পদ্ধতিতে কৃষক ও মিল মালিক মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে ধান-চাল বিক্রির আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র মঞ্জুরসহ সিএসডি/এলএসডি তে ধান - চাল জমা দেওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন। খাদ্য অফিস থেকে এসএমএস এর মাধ্যমে ধান-চাল সরবরাহের পরিমাণ, তারিখ এবং স্থান কৃষককে জানিয়ে দিতে পারবে। কোন ধরনের ঝামেলা ছাড়াই একজন কৃষক তাঁর উৎপাদিত ধান ও চাল সরাসরি সরকারের কাছে বিক্রি করতে পারবেন। এর ফলে দুপক্ষই সমানভাবে উপকৃত হবে।

সরকার যেভাবে লাভবান হবে

ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে কৃষিক ও মিল মালিকের পাশাপাশি খাদ্য অধিদপ্তরও লাভবান হবে। আমাদের দেশে খাদ্য ব্যবস্থাপনা এখনও সনাতন পদ্ধতির। খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্যশষ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা, মজুদ, ঘাটতি সম্পর্কে সবসময় সর্বশেষ তথ্য থাকেনা। হালনাগাদ তথ্য না থাকায় বেশিরভাগ সময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। নতুন পদ্ধতিতে খাদ্য অধিদপ্তর চলতি মৌসুমের যে কোন সময় দেশব্যাপী সিএসডি/এলএসডি তে জমা হওয়া ধান-চালের পরিমাণ এবং লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে দেখতে পারবে। এছাড়াও জাতীয় ক্রয় লক্ষ্যমাত্রাকে বিভাজন করে প্রত্যেক কৃষক/মিল মালিক থেকে ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার সহজ হবে। ফলে খাদ্য অধিদপ্তর ধান - চাল সংগ্রহের প্রকৃত চিত্র যেকোনো সময় দেখতে পারবেন। সরকারের ই-গভার্ন্যান্স বাস্তবায়নে বিষয়টি দারুনভাবে কার্যকর হবে এবং সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত হবে। অন্য সরকারি দপ্তর একই ধরনের কাজ বাস্তবায়নের জন্য সুবিধাজনক উপায়ে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে।

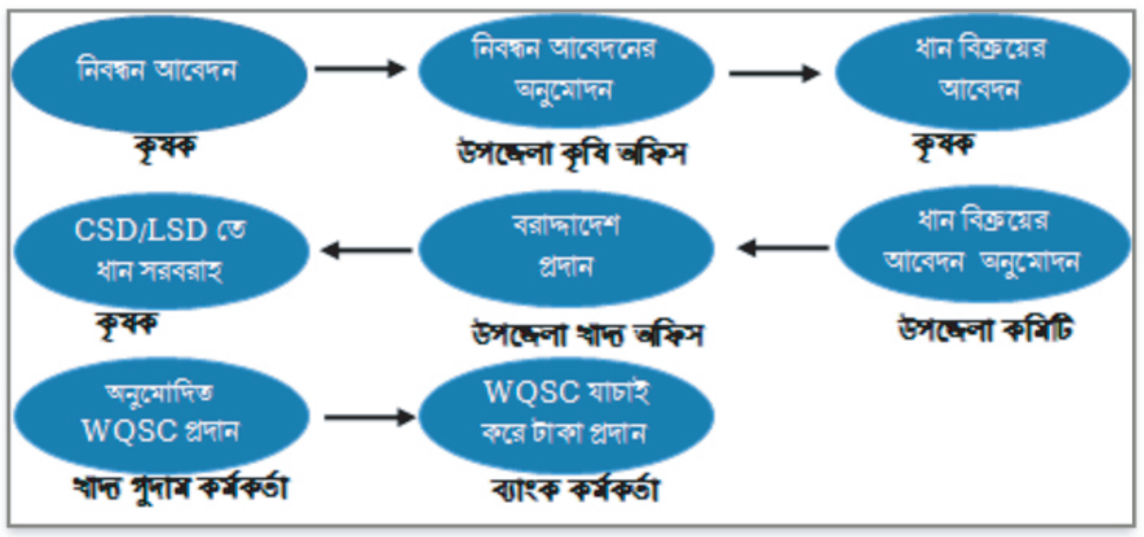

যেভাবে কাজ করবে

সেবা নেওয়ার জন্য কৃষক/মিল মালিককে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়ঃ - নিবন্ধন --> EOI দাখিল --> চুক্তিবদ্ধ হওয়া --> ধান - চাল সরবরাহ। মৌসুমের শুরুতেই জেলা খাদ্য অফিস থেকে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে কৃষক/ মিল মালিককে অবহিত করবে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কৃষক / মিল মালিক উপজেলা খাদ্য অফিসে EOI দাখিল করবেন। যাচাই-বাছাই করে তা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে জেলা খাদ্য অফিসে পাঠানো হবে। জেলা খাদ্য অফিস কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত কৃষক/ মিল মালিককে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য অবহিত করবে। চুক্তি অনুযায়ী কৃষক/ মিল মালিক নির্দিষ্ট সিএসডি/এলএসডি তে কিস্তিতে ধান-চাল জমা দিবেন। এরপর ধান-চাল জমাদানের তথ্য সিস্টেমে আপডেট করা হবে।

কৃষকের অ্যাপ ডাউনলোড করতে QR কোডটি স্ক্যান করতে হবে

সনাতন পদ্ধতি	ডিজিটাল পদ্ধতি
ধান-চাল বিক্রয়ের আবেদনের জন্য একাধিকবার খাদ্য অফিসে যাওয়া	ঘরে বসে মোবাইলে আবেদন করা যায়
আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য একাধিকবার অফিসে ধর্ণা দেয়া	মোবাইল থেকে আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানা যায়
বরাদ্দাদেশ নেয়ার জন্য খাদ্য অফিসে যাওয়া	বরাদ্দাদেশ জারি হওয়ামাত্র মোবাইলে এসএমএস আসে
দীর্ঘমেয়াদী WQSC- অনুমোদন প্রক্রিয়া	WQSC- অনুমোদন প্রক্রিয়া তাৎক্ষণিক
পুরো প্রক্রিয়াটি খরচ সাপেক্ষ এবং হয়রানি করার সুযোগ থাকে	সে অর্থে কোনো খরচ নেই এবং হয়রানির সুযোগ নেই

বিস্তারিত জানার জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এর উদ্যোক্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd